ভিতরে নিজ অভীষ্ট ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন। এই হইল উত্তম ভাগবতের মানস-অনুভবের দুই অবস্থা। তৃতীয় অবস্থা—যখন পূর্ণ-ভক্তি হৃদয়ে প্রকাশ পায়, তখন সকল চেতন, অচেতন ভূতসমূহকে নিজচিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত অভীষ্ট শ্রীভগবানেরই আশ্রিতরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সকলেই শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া আছে, জগতে কেহই অভক্ত নাই। এমন কোন্ পরম পামর আছে, অহৈতুক কারণ্য প্রভৃতি গুণগণার্ণব শ্রীভগবানকে ভজনযোগ্য দেহ ও ইন্দ্রিয় পাইয়া ভজন না করিয়া থাকিতে পারে? এই অভিপ্রায়ে ১১২ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥

হে রাজন্! ইন্দ্রিয়বান কোন্ জন আত্মারাম পরমহংস কর্ত্তৃক আরাধ্য-পদারবিন্দ শ্রীমুকুন্দকে না ভজিয়া থাকিতে পারে? যেহেতু তাঁহাকে না ভজিলে মৃত্যুমুখ হইতে কোন পথেই নিস্তার পাইতে পারা যায় না। অতএব, মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যও শ্রীমুকুন্দের চরণকমল অবশ্যই ভজন করা কর্ত্তব্য। এই প্রমাণে বেশ বুঝা যায়—উত্তম ভাগবতজন সকলকেই শ্রীবিষ্ণুপদাশ্রিত বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলের হৃদয়েই যে নিজাভীষ্ট শ্রীভগবানের আবির্ভাব অনুভব করিয়া থাকেন, শ্রীল ব্রজদেবীগণও ১০।৩৫ অধ্যায়ে সেই প্রকারই বলিয়াছেন—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।

নিজ সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—বনের লতা এবং তরুগণ নিজহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুরূপে অর্থাৎ সর্ব্বহৃদয়ান্তর্য্যামিরূপে লাভ করিতেছে। হে সখীগণ! ঐ যে লতা এবং তরুগণ পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, উহা বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ হৃদয়ে নিজ প্রভু শ্রীবিষ্ণুকে লাভ করিয়া যেমন ভাবকুসুম ও প্রেমফলে হৃদয় পূর্ণ হয় বলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকে, তরুলতাগণও সেইরূপ চেষ্টাই বাহিরে প্রকাশ করিতেছে। এই প্রমাণে উত্তমভাগবতগণ যে চেতন, অচেতন সর্ব্বভূতে নিজাভীষ্টের আবির্ভাব অনুভব করিয়া থাকেন, তাহাই দেখান হইল। এই শ্লোকটিতে আর একটি অর্থাৎ চতুর্থপ্রকার অর্থ করিতেছেন। নিজের ভগবানে যে জাতীয় ভাব আছে, চেতন, অচেতন সর্ব্বভূতে ভক্ত সেই ভাবের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। চেতন, অচেতন সর্ব্বভূতেই ভগবানের যে অধিষ্ঠানের